ইউনিটের উদ্দেশ্য

- মীরজাফরের ক্ষমতারোহণের কথা জানবেন।
- নবাব সিরাজের পরিণতির কথা জানবেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- ♦ মীরজাফর কর্তৃক বাংলার মসনদে বসার বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ♦ প্রতারিত হওয়ার পর প্রতারক উমিচাঁদের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।
- ♦ মীরজাফর চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারবেন।
- ♦ সিরাজ-উ-দ্দৌলা হত্যা পরিকল্পনার বর্ণনা দিতে পারবেন।

মূলপাঠ

☞ মূল পাঠটি কয়েকবার পড়ুন ও বুঝবার চেষ্টা করুন। আপনার বামদিকে কঠিন শব্দের অর্থ ও টীকা দেওয়া আছে। সেগুলো জেনে নিন। একইভাবে অন্য পাঠগুলোও পড়ুন।

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
নকীব – এখানে ঘোষক অর্থে। **আমীর ওমরাহ** – বাদশাহি দরবারের সভাসদ। **মজলিস** – সভা; বৈঠক। **জুড়িয়ে** – শান্ত হয়ে। **ঢাল** – অস্ত্রের আঘাত নিবারক চর্ম। **লেবাস** – পোশাক। **খেজাতপ** – কলস; সাদা চুল লাল বা কালো করার রং। **সুর্মা** – চোখে লাগানোর হালকা নীল গুঁড়া বিশেষ।	**চতুর্থ অংক ॥ প্রথম দৃশ্য** সময় ঃ ১৭৫৭ সাল, ২৯শে জুন। স্থান ঃ মীরজাফরের দরবার। [চরিত্রবৃন্দ ঃ মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে- রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, নকীব, মীরজাফর, ক্লাইভ, ওয়াট্‌স, কিলপ্যাট্রিক, উমিচাঁদ, প্রহরী, মীরণ, মোহাম্মদী বেগ] (রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, রায়দুর্লভ সহ অন্যান্য আমীর ওমরাহরা দরবারে আসীন। দরবার কক্ষ এমন আনন্দ কোলাহলে মুখর যে সেটা রাজ দরবারের পরিবর্তে নাচ গানের মজলিস বলেও ভেবে নেওয়া যেতে পারে। রাজবল্লভ ॥ কই আসর জুড়িয়ে গেল যে। নতুন নবাব সাহেবের দরবারে আসতে এত দেরী হচ্ছে কেন? জগৎশেঠ ॥ ঢাল তলোয়ার ছেড়ে নবাবী লেবাস নিচ্ছেন খাঁ সাহেব, একটু দেরী ত হবেই। তা ছাড়া চুলে নতুন খেজাব, চোখে সুর্মা, দাড়িতে

আতর – সুগন্ধি; ফুলের নির্যাস।

হারেম – অন্তঃপুর।

বে-শুমার – অসংখ্য।

হুর গেলমান – ইসলামি বিশ্বাস মতে বেহেশ্‌তের সেবক সেবিকাবৃন্দ।

ওড়না – চাদর জাতীয় গাত্রাবরণ, বিশেষ; অবগুণ্ঠন।

খতম – শেষ।

সালামত – নিরাপত্তা; শান্তি।

জিম্মাদার – হেফাজতকারী; তত্ত্বাবধানকারী।

তশরীফ – উপস্থিত, পদার্পণ; হাজির।

হুঁশিয়ার – সাবধান।

সসম্ভ্রমে – সসম্মানে।

আড়াআড়ি – কোনাকুনি।

সুবে – বাদশাহি আমলে দেশের রাজনৈতিক বিভাগ।

কুর্নিশ – মুসলমানি কায়দায় অভিবাদন; বাদশাহ ও আমিরকে সম্মান দেখাবার জন্য পিছনে হটে গিয়ে অবনত মস্তকে সালাম।

নজরানা – উপঢৌকন; উপহার; ভেট।

সন্ত্রস্ত – অতিশয় ভীত।

fantestic – এখানে উদ্ভট অর্থে প্রযুক্ত।

রাইয়াৎ – প্রজা, যে প্রজা জমি নিজে চাষ করার জন্য ভূমিস্বত্ব লাভ করে।

clown ভাঁড়; বিদূষক।

overwhlmed – অভিভূত।

তোড়া – মোড়ক।

খাপ – চামড়ার তৈরি তলোয়ার রাখার পাত্র।

mad – পাগল; উন্মাদ।

silly – বোকাটে; দুর্বলচেতা।

বাটোয়ারা – বন্টন; ভাগ।

আতর, এ সব তাড়াহুড়ার কাজ নয়।

রাজবল্লভ ॥ দর্জি নতুন পোশাকটা নিয়ে ঠিক সময়ে পৌঁছেচে কিনা কে জানে।

জগৎশেঠ ॥ না না সে ভাবনা নেই। নবাব আলীবর্দী ইন্তেকাল করার আগের দিন থেকেই পোশাকটা তৈরী। আমি ভাবছি সিংহাসনে বসবার আগেই খাঁ সাহেব সিরাজ-উ-দ্দৌলার হারেমে ঢুকে পড়লেন কিনা।

রাজবল্লভ ॥ তবেই হয়েছে। বেশুমার হুর গেলমানদের বিচিত্র ওড়নার গোলক ধাঁধা এড়িয়ে বার হয়ে আসতে খাঁ সাহেবের বাকী জীবনটাই না খতম হয়ে যায়।

(নকীবের ঘোষণা)।

নকীব ॥ সুবে বাংলার নবাব, দেশবাসীর ধন দওলত, জান সালামতের জিম্মাদার মীর মুহম্মদ জাফর আলী খান দরবারে তশরীফ আনছেন। হুঁশিয়ার .....

(মীরজাফর ধীরে ধীরে প্রবেশ, সঙ্গে মীরণ। সবাই সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালো। মীরজাফর ধীরে ধীরে সিংহাসনের কাছে গেলেন। একবার আড়্যুআড়িভাবে সিংহাসনটা প্রদক্ষিণ করলেন। তারপর।

তারপর একপাশে গিয়ে একটা হাতল ধরে দাঁড়ালেন। দরবারের সবাই কিছুটা বিস্মিত।)

রাজবল্লভ ॥ (সিংহাসনের দিকে ইঙ্গিত করে) আসন গ্রহণ করুন সুবে বাংলার নবাব। দরবার আপনাকে কুর্নিশ করবার জন্যে অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছে।

মীরজাফর ॥ (চারিদিকে তাকিয়ে) কর্নেল সাহেব এসে পড়লেন বলে।

জগৎশেঠ ॥ কর্নেল সাহেব এসে কোম্পানীর পক্ষ থেকে নজরানা দেবেন সে ত দরবারের নিয়ম।

মীরজাফর ॥ হ্যাঁ, উনি এখুনি আসবেন।

রাজবল্লভ ॥ (ঈষৎ অসহিষ্ণু) কর্নেল ক্লাইভ আসা অবধি দেশের নবাব সিংহাসনের হাতল ধরে দাঁড়িয়ে থাকবেন নাকি?

(নকীবের ঘোষণা)

নকীব ॥ মহামান্য কোম্পানীর প্রতিনিধি কর্ণেল রবার্ট ক্লাইভ বাহাদুর দরবার হুঁশিয়ার.....

(ক্লাইবের প্রবেশ। সঙ্গে ওয়াট্‌স, কিলপ্যাট্রিক গোটা দরবার সন্ত্রস্ত । মীরজাফরের মুখ আনন্দে ভরে উঠল)

ক্লাইভ ॥ Long live Nabab Jafar Ali Khan. But what is this? নবাব মসনদের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। ইনি কি নবাব না ফকীর?

মীরজাফর ॥ (বিনয়ের সঙ্গে) কর্ণেল সাহেব হাত ধরে তুলে না দিলে আমি মসনদে বসবোনা।

ক্লাইভ ॥ (প্রচন্ড বিস্ময়ে) What? This is fantastic I must say আপনি নবাব, এ মসনদ আপনার। আমি তো আপনার রাইয়াৎ আপনাকে নজরানা দেবো।

খোয়াব – স্বপ্ন।
তীর্থ – পুণ্যস্থান।
forgive – ক্ষমা; মার্জনা।
শুকরিয়া – কৃতজ্ঞতা।
ইনাম – পুরস্কার।
নিষ্কৃতি – মুক্তি।
বিঘ্ন – ব্যাঘাত, বাধা।
উল্লসিত – আনন্দিত; উৎফুল্ল।
কয়েদখানা – জেলখানা; ফাটক।
গর্দান – ঘাড়সহ মাথা।
ওয়ার ক্রিমিন্যাল – যুদ্ধাপরাধী।
sympathy– সহানুভূতি।
traitor– বিশ্বাসঘাতক।
soldier– সৈনিক।
ordinemy public– সাধারণ জনতা।
spit– থুতু ফেলা।
terror ভীতি।
granite foundation কঠিন পাথরে তৈরি ভিত্তি; সুদৃঢ় ভিত্তি।
প্রেক্ষাগৃহ – রঙ্গালয়; নাট্য-মিলনায়তন।
princess এখানে বেগম অর্থে।
Hired killer – ভাড়াটে খুনী।
butcher – কশাই।
trouble – অসুবিধা, ঝামেলা বা ঝঞ্ঝাটে ফেলা।
ফতে সিদ্ধি; সফলতা।

টীকা

মোহাম্মদী বেগ – বাংলার ইতিহাসের এক ঘৃণ্য চরিত্র মোহাম্মদী বেগ। কৃতঘ্ন এবং অতিশয় হিংস্র চরিত্রের মানুষ হিসেবে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে মোহাম্মদী বেগের স্থান। ক্লাইভ কারারুদ্ধ সিরাজকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিলে সিরাজের

মীরজাফর ॥ মীরজাফর বেইমান নয় কর্ণেল ক্লাইভ। বাংলার মসনদের জন্যে আমি আপনার কাছে ঋণী। সে মসনদে বসতে হলে আপনার হাত ধরেই বসবো, তা না হলে নয়।

ক্লাইভ ॥ (ওয়াট্সকে নীচু স্বরে) No clown will ever beat him. (দরবারের উদ্দেশ্যে) আমাকে লজ্জায় ফেলেছেন নবাব জাফর আলীখান। I am completely overwhelmed. বুঝতে পারছিনে কি করা দরকার। (এগিয়ে গিয়ে মীরজাফরের হাত ধরলো। তাকে সিংহাসনে বসিয়ে দিতে দিতে Gentlemen, I present you the new Nabab His excellence Jafar Ali Khan. আপনাদের নতুন নবাব জাফর আলী খানকে আমি মসনদে বসিয়ে দিলাম। May God help him and help you as well.

ওয়াট্স ॥ Hip Hip Hurry.

কিল্প্যাট্রিক ॥ (মীরজাফর মসনদে বসলেন। দরবারের সবাই কুর্নিশ করল)

ক্লাইভ ॥ আপনাদের দেশে আবার শান্তি আসলো।

(কিলপ্যাট্রিকের কাছ থেকে একটি সুদৃশ্যতোড়া নিয়ে নবাবের পায়ের কাছে রাখলো।

ক্লাইভ ॥ কোম্পানীর তরফ থেকে আমি নবাবের নজরানা দিলাম।

ওয়াট্স ॥ Long live Nabab Jafar Ali Khan.

(একে একে অন্যেরা নজরানা দিয়ে কুর্নিশ করতে লাগলো পাগলের মত চীৎকার করতে করতে উমিচাঁদের প্রবেশ। দৌড়ে ক্লাইভের কাছে গিয়ে।)

উর্মিচাঁদ ॥ আমাকে খুন করে ফেল আমাকে খুন করে ফেল। (ক্লাইভের তলোয়ারের খাপ টেনে নিয়ে নিজের বুকে ঠুকতে ঠুকতে) খুন কর, আমাকে খুন কর।

মীরজাফর ॥ কি হয়েছে? ব্যাপার কি?

উর্মিচাঁদ ॥ ওহ্ সব বেঈমান বেঈমান! না আমি আত্মহত্যা করব। (নিজের গলা সবলে চেপে ধরলো। গলা দিয়ে ঘড় ঘড় আওয়াজ বেরুতে লাগলো। ক্লাইভ সবলে তার হাত ছাড়িয়ে ঝাঁকুনি দিতে দিতে)

ক্লাইভ ॥ Have you gone mad?

উর্মিচাঁদ ॥ ম্যাড বানিয়েছ এখন খুন করে ফেল। দয়া করে খুন কর কর্নেল সাহেব।

ক্লাইভ ॥ Don't be silly. কি হয়েছে তা তো বলবে?

উর্মিচাঁদ ॥ আমার টাকা কোথায়?

ক্লাইভ ॥ কিসের টাকা?

উর্মিচাঁদ ॥ দলিলে সই করে দিয়েছিলে, সিরাজ-উ-দ্দৌলা হেরে গেলে আমাকে বিশলক্ষ টাকা দেওয়া হবে।

ক্লাইভ ॥ কোথায় সে দলিল?

প্রাণহরণে একে একে সবাই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অবশেষে মীরজাফর পুত্র মীরনের মধ্যস্থতায় মোহম্মদী বেগ রাজি হয় সিরাজকে হত্যা করতে। তার এই সম্মতির পেছনে কোন রাজনৈতিক স্বার্থ জড়িত ছিলো না, নিতান্তই অর্থের লোভে মোহম্মদী বেগ সিরাজ হত্যার মত নৃশংস কাজের দায়িত্ব সাগ্রহে গ্রহণ করে নেয়। সিরাজের পিতা জয়েনউদ্দিন আহমদ অনাথ মোহাম্মদী বেগকে সস্নেহে লালন পালন করেছিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হলে সিরাজ জননী আমেনা বেগম তার বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। নিহত হওয়ার পূর্বে সিরাজ তাকে অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দেন কিন্তু কৃতঘ্ন মোহম্মদী বেগ ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২রা জুলাই সিরাজকে শেষ প্রার্থনার সময় পর্যন্ত না দিয়ে নিষ্ঠুর জল্লাদের মত নৃশংসভাবে হত্যা করে।

উর্মিচাঁদ ॥ তোমরা জাল করেছ। (দৌঁড়ে সিংহাসনের কাছে গিয়ে) আপনি বিচার করুন। আপনি নবাব, সুবিচার করুন।

ক্লাইভ ॥ আমি এর কিছুই জানিনে।

উর্মিচাঁদ ॥ া জানবে কেন সাহেব। নবাবের রাজকোষ বাটোয়ারা করে তোমার ভাগে পড়েছে একুশ লাখ টাকা। সকলের ভাগেই অংশ মত কিছু না কিছু পড়েছে। শুধু আমার বেলাতে ....

(ক্রন্দন)

ক্লাইভ ॥ (সবলে উর্মিচাঁদের বাহু আকর্ষণ করে) You are dreaming Omichadnd. তুমি খোয়াব দেখছো।

উর্মিচাদ ॥ খোয়াব দেখছি? দলিলে পরিষ্কার লেখা বিশ লক্ষ টাকা পাবো। তুমি নিজেই সই করেছো।

ক্লাইভ ॥ আমি সই করলে আমার মনে থাকতো। তোমার বয়স হয়েছে মাথায় গোলমাল দেখা দিয়েছে। এখন তুমি কিছুদিন তীর্থ করো ঈশ্বরকে ডাকো। মন ভালো হবে। (উর্মিচাঁদকে কিল্‌প্যাট্রিকের হাতে দিয়ে দিল। সে তাকে বাইরে টেনে নিয়ে গেলো। উর্মিচাঁদ চীৎকার করতে লাগলো (আমার টাকা, আমার টাকা)

ক্লাইভ ॥ উর্মিচাঁদের মাথা খারাপ হয়েছে। Your Excellency may fogive us.

জগৎশেঠ ॥ এমন শুভদিনটা থমথমে করে দিয়ে গেলো।

ক্লাইভ ॥ ভুলে যান। ও কিছু নয়। (নবাবের কিছু বলা উচিত।

রাজবল্লভ ॥ নিশ্চয়ই। প্রজাসাধারণ আশ্বাসে আবার নতুন ক'রে বুক বাঁধবে। রাজকার্য পরিচালনায় কা'কে কি দায়িত্ব দেওয়া হবে তাও মোটামুটি তাদের জানানো দরকার।

মীরজাফর ॥ (ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে পাগড়ি ঠিক করে) আজকের এই দরবারে আমরা সরকারী কাজ আরম্ভ করার আগে কর্নেল ক্লাইভকে শুকরিয়া জানাচ্ছি তাঁর আন্তরিক সহায়তার জন্যে। বিনিময়ে আমি তাঁকে ইনাম দিচ্ছি বার্ষিক চার লক্ষ টাকা আয়ের জমিদারী ২৪ পরগনার স্থায়ী মালিকানা।

(ওয়াট্‌স ও কিল্‌প্যাট্রিক এক সঙ্গে হুর্‌রে। ক্লাইভ হাসিমুখে মাথা নোয়ালো।)

মীরজাফর ॥ দেশবাসীকে আমি আশ্বাস দিচ্ছি যে, তাঁদের দুর্ভোগের অবসান হয়েছে। সিরাজ-উ-দ্দৌলার অত্যাচারের হাত থেকে তারা নিষ্কৃতি পেয়েছেন। এখন থেকে কারও শান্তিতে আর কোনো রকম বিঘ্ন ঘটবে না।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী ॥ সেনাপতি মীর কাসেমের দূত।

মীরজাফর ॥ হাজির করো।

(বসলেন। দূতের প্রবেশ। মীরন দ্রুত তার কাছে এগিয়ে এলো। মীরনের হাতে পত্র প্রদান। মীরন খুলেই উল্লসিত হয়ে উঠলো।)

মীরন ॥	পলাতক সিরাজ-উ-দ্দৌলা মীর কাসেমের সৈন্যদের হাতে ভগবানগোলায় বন্দী হয়েছে। তাকে রাজধানীতে নিয়ে আসা হচ্ছে। (মীরজাফরের হাতে পত্র প্রদান)
ক্লাইভ ॥	ভালো খবর। You can fell really safe now.
মীরজাফর ॥	কিন্তু তাকে রাজধানীতে নিয়ে আসবার কি দরকার? বাইরে যে কোন জায়গায় আটকে রাখলেই ত চলতো।
ক্লাইভ ॥	(রুখে উঠলো) No Your Honour এখন আপনাকে শক্ত হতে হবে। শাসন চালাতে হলে মনে দুর্বলতা রাখলে চলবে না। আপনি যে শাসন করতে পারেন, শাস্তি দিতে পারেন, দেশের লোকের মনে সে কথা জাগিয়ে রাখতে হবে every moment. কাজেই সিরাজ-উ-দ্দৌলা শিকল বাঁধা অবস্থায় পায়ে হেঁটে সবার চোখের সামনে দিয়ে আসবে জাফরাগঞ্জের কয়েদখানায়। কোনো লোক তার জন্যে এতটুকু দয়া দেখালে তার গর্দান যাবে। এখন মসনদের মালিক নবাব জাফর আলী খান। সিরাজ-উ-দ্দৌলা এখন কয়েদী, ওয়ার ক্রিমিন্যাল। তার জন্যে যে Sympathy দেখাবে সে traitor। আর আইনে traitor এর শাস্তি মৃত্যু। And that is how you must rule.
মীরজাফর ॥	আপনারা সবাই শুনেছেন আশা করি। সিরাজকে বন্দী করা হয়েছে। যথাসময়ে তার বিচার হবে। আমি আশা করি কেউ তার জন্যে সহানুভূতি দেখিয়ে নিজের বিপদ টেনে আনবেন না।
ক্লাইভ ॥	Yes । তা ছাড়া মুর্শিদাবাদের রাজপথ দিয়ে যখন তাকে soldier রা টানতে টানতে নিয়ে যাবে তখন রাস্তার দু'ধার থেকে ordinary public তার মুখে থুথু দেবে they must spit on his face.।
মীরজাফর ॥	অতটা কেন?
ক্লাইভ ॥	আমি জানি He is a dead horse। কিন্তু না করলে লোকে আপনার ক্ষমতা দেখে ভয় পাবে কেন? Public এর মনে terror) জাগিয়ে রাখতে পারাটাই শাসন ক্ষমতার granite foundation. (মীরজাফর মসনদ থেকে নেমে দাঁড়াতেই দরবারের কাজ শেষ হলো। নবাব দরবার থেকে বেরিয়ে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রধান অমাত্যরা এবং তার পেছনে অন্য সকলে। মঞ্চের আলো আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে গেলো; কিন্তু প্রেক্ষাগৃহ অন্ধকার। ধীরে ধীরে মঞ্চে অনুজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠলো। কথা বলতে বলতে ক্লাইভ এবং মীরনের প্রবেশ।)
ক্লাইভ ॥	আজ রাত্রেই কাজ সারতে হবে। এ সব ব্যাপারে chance নেওয়া চলে না।
মীরন ॥	কিন্তু হুকুম দেবে কে? আব্বা রাজী হলেন না।

ক্লাইভ ॥	রাজবল্লভকে বলো।
মীরন ॥	তিনি নাকি অসুস্থ। তাঁর সঙ্গে দেখাই করা গেলো না।
ক্লাইভ ॥	Then?
মীরন ॥	রায়দুর্লভ, ইয়ার লুৎফ খাঁ-ওরাও রাজী হলেন না।
ক্লাইভ ॥	তা হলে তোমাকেই সেটা করতে হবে।
মীরন ॥	প্রহরীরা আমার হুকুম শুনবে কেন?
ক্লাইভ ॥	তোমার নিজের হাতেই সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে মারতে হবে, in your own interest সে বেঁচে থাকতে তোমার কোনো আশা নেই। নবাবী মসনদ ত' পরের কথা আপাততঃ what about the lovely princess? লুৎফুন্নিসা তোমার কাছে ধরা দেবে কেন সিরাজ-উ-দ্দৌলা জীবিত থাকতে।
মীরন ॥	আমি একজন লোক ব্যবস্থা করেছি। সে কাজ করবে, কিন্তু তোমার হুকুম চাই।
ক্লাইভ ॥	What pity. Hired kiler রা পর্যন্ত তোমার কথায় বিশ্বাস করে না। any way ডাকো তাকে। (মীরন বেরিয়ে গেল এবং মোহাম্মদী বেগকে নিয়ে ফিরে এলো।)
ক্লাইভ ॥	এ কে? looks like a real butcher.
মীরন ॥	মোহাম্মদী বেগ।
ক্লাইভ ॥	তুমি রাজী আছো?
মোহাম্মদী বেগ॥	দশ হাজার টাকা দিতে হবে। পাঁচ হাজার অগ্রিম।
ক্লাইভ ॥	Agreed. (মীরনকে) ওকে টাকাটা এখুনি দিয়ে দাও। (মীরন এবং মোহাম্মদী বেগ বেরুবার উপক্রম করলো)
ক্লাইভ ॥	There may be trouble অবস্থা বুঝে কাজ করো। Be careful কাজ ফতে হলেই আমাকে খবর দেবে, যাও। (ওরা বেরিয়ে গেলো। ক্লাইভের মুখটা কঠিন হয়ে উঠলো। বাঁ হাতের তালুতে ডান হাতের মুঠো দিয়ে আঘাত করে বললো) it is must।

বস্তুসংক্ষেপ

পলাশীর ষড়যন্ত্রমূলক যুদ্ধে জয়লাভ করে ১৭৫৭ সনের ২৯ জুন তারিখে সপরিষদ দরবারের আয়োজন করেছেন মীর জাফর। ষড়যন্ত্রের হোতা প্রায় সকলেই মীরজাফর আহূত দরবারে উপস্থিত হয়েছেন। মীরজাফর এবং ক্লাইভ এর আগমনের অপেক্ষায় রয়েছেন আমীর ওমরাহ্‌রা। দরবার কক্ষ আনন্দ কোলাহলে মুখর। বাংলার মসনদের নতুন দাবিদার মীরজাফরের দরবারে উপস্থিত হতে বিলম্ব ঘটায় রাজবল্লভ ও জগৎশেঠ নতুন নবাবকে নিয়ে কৌতুকালাপে লিপ্ত। নবাবের প্রতি তাদের অশ্রদ্ধা বোধ উন্মোচিত হয়ে পড়ে স্থূল ঐ কৌতুকালাপের মধ্য দিয়ে।

দরবার কক্ষে মীর জাফরের প্রবেশ মাত্র সসম্ভ্রমে সকলে উঠে দাঁড়ান। বাংলার নতুন নবাব মীরজাফর যেহেতু ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সিংহাসন কুক্ষিগত করেছেন, সেজন্যেই তার মধ্যে উদ্বেগ ও আড়ষ্টতা বিদ্যমান। সিংহাসনকে কোনাকুনিভাবে প্রদক্ষিণ করেও আসন গ্রহণ করতে তিনি ইতঃস্তত করেন। পারিষদবর্গ তাকে সিংহাসনে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু আড়ষ্ট ও দ্বিধাগ্রস্ত মীরজাফর সিংহাসনের হাতল ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন। তার ঐ অপেক্ষার

অবসান ঘটে দরবার কক্ষে কর্ণেল ক্লাইবের আগমনের পর। ক্লাইভও দরবার কক্ষে প্রবেশ করে বিস্মিত হন নবাবকে সিংহাসনের হাতল ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। ক্লাইভের ব্যঙ্গাত্মক উক্তির জবাব দিতে গিয়ে মীরজাফর তার আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠেন প্রভুভক্তির বদান্যতার বদৌলতে। তিনি ারষ্টতই জানিয়ে দেন যে, কর্ণেল সাহেব হাত ধরে তুলে না দিলে তিনি সিংহাসনে আসন গ্রহণ করবেন না। নবাবের এই উদ্ভট আবদার শুনে ক্লাইভ বিস্মিত হন। ক্লাইভ প্রত্যুত্তরে জানান যে, তিনি নবাবের রাইয়ৎ এবং নবাবের মসনদে আরোহণ উপলক্ষে নজরানা দেয়ার অধিকারী। কিন্তু স্বভাষ্যে মীরজাফর বেঈমান নন; যার আনুকূল্যে বাংলার মসনদ আজ তার অধিকৃত, সেই ক্লাইভের ঋণ তিনি অস্বীকার করবেন কীভাবে? কাজেই মীরজাফর পুনর্ব্যক্ত করেন তার ইচ্ছা। মীরজাফরের এই ভাঁড়ামি উপলব্ধি করে ক্লাইভ অবশেষে তার হাত ধরে তাকে সিংহাসনে বসিয়ে দেন এবং কোম্পানির পক্ষ থেকে লোকদেখানো নজরানাও প্রদান করেন। তাকে অনুসরণ করে উপস্থিত অমাত্যরাও নজরানা দিয়ে অভিবাদন জানান। নতুন নবাবের সিংহাসনে আরোহণের এই আনন্দময় মুহূর্তে আকস্মিকভাবে দরবার কক্ষে প্রবেশ করে উন্মাদগ্রস্ত উমিচাঁদ। উমিচাঁদ পলাশীর যুদ্ধের ষড়যন্ত্রের অন্যতম হোতা। অর্থলিপ্সু উমিচাঁদের সঙ্গে ক্লাইভ ও মীরজাফরসহ অন্যান্যের একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল যাতে বলা হয়েছিল পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পতন হলে ক্লাইভ উমিচাঁদকে বিশ লক্ষ টাকা প্রদান করবেন। কিন্তু পূর্বেই আসল চুক্তিপত্র নষ্ট করে নকল চুক্তিপত্র প্রস্তুত করে রেখেছিল ধূর্ত ক্লাইভ। উমিচাঁদ এই প্রতারণার শিকার হয়েই এখন উন্মাদ। দরবার কক্ষে উমিচাঁদের প্রবেশমাত্র স্বাভাবিক আনন্দ অনুষ্ঠানে ব্যাঘাত ঘটে। উপস্থিত সকলেই জানেন যে, তারা নিজেরাও উমিচাঁদকে ঠকানোর ষড়যন্ত্রের অংশীদার। উমিচাঁদের সামনে ক্লাইভ সুারষ্টভাবে ঐ চুক্তিপত্রের কথা অস্বীকার করেন এবং উন্মাদগ্রস্ত উমিচাঁদের মতিভ্যম নিয়ে উপহাস করেন। অবশেষে ক্লাইভ ধৃত উমিচাঁদকে কিল্‌প্যাট্রিকের হাতে ন্যস্ত করেন। কিন্‌প্যাট্রিক টেনে হিঁচড়ে তাকে দরবার কক্ষের বাইরে নিয়ে যায়।

উপর্যুক্ত ঘটনায় দরবার কক্ষের পরিবেশ থমথমে হয়ে পড়লে ক্লাইভ সামান্য এ ঘটনা ভুলে যেতে সবাইকে অনুরোধ করেন এবং পারিষদবর্গের উদ্দেশ্যে নতুন নবাবের কিছু বলা উচিত বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। রাজবল্লভ ক্লাইভের কথায় সায় দিলে মীরজাফর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ান এবং প্রথমেই কর্নেল ক্লাইভের প্রতি তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং তার আন্তরিক সহায়তার জন্য পুরস্কার হিসেবে বার্ষিক চার লক্ষ টাকা আয়ের জমিদারি ২৪ পরগণার স্থায়ী মালিকানা দান করেন। মীর জাফরের এ ঘোষণায় ক্লাইভ ও কিলপ্যাট্রিক উল্লসিত হয়ে উঠেন। এরপর নতুন নবাব দেশবাসীর উদ্দেশ্যে আশ্বাসবাণী উচ্চারণ করে বলেন যে তাদের দুর্ভোগের অবসান হয়েছে, কেননা তারা সিরাজ-উ-দ্দৌলার অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছেন। এখন থেকে দেশবাসী কারুরই শান্তিতে কোনো রকম বিঘ্ন ঘটবে না। মীরজাফরের বক্তব্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দরবার কক্ষে মীর কাসেমের দূতের আগমন ঘটে। দূত মীরনের কাছে একটি পত্র প্রদান করে। পত্রপাঠ করে মীরন উল্লসিত হয়ে উঠেন এবং মীর কাসেমের সৈন্যদের হাতে ভগমান গোলায় সিরাজ-উ-দ্দৌলার বন্দী হওয়ার এবং দ্রুত রাজধানীতে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণের সংবাদ পরিবেশন করেন। সংবাদটি শুনে ক্লাইভ আনন্দিত হলেও মীরজাফর কিছুটা বিব্রত বোধ করেন। তার মনে হয় পরাজিত নবাবকে রাজধানীতে না এনে বাইরে কোথাও আটকে রাখা যেতো। কিন্তু ক্লাইভ এর তীব্র প্রতিবাদ জানান। তিনি বুঝিয়ে দেন যে, নতুন নবাবকে তার ক্ষমতা প্রয়োগে কঠোর হতে হবে, জনগণকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে নবাব শাস্তি দিতে জানেন। ক্লাইভ প্রস্তাব করেন সিরাজ উ-দ্দৌলাকে শিকল বাঁধা অবস্থায় হাঁটিয়ে সবার চোখের সামনে জাফরাগঞ্জের কয়েদখানায় নিয়ে আসার তাঁর ভাষায় কয়েদী সিরাজ যুদ্ধাবপরাধী, কাজেই তার জন্য কেউ সহানুভূতি প্রকাশ করলে তিনি হবেন বিশ্বাসঘাতক। আর বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। অবশেষে মীরজাফরও ক্লাইভের কথায় সায় দেন এবং সিরাজের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে নিজের বিপদ ডেকে না আনার জন্য সকলকে পরামর্শ দেন। মীরজাফরের সম্মতিতে উল্লসিত ক্লাইভ বেপরোয়া হয়ে বলেন মুর্শিদাবাদের রাজপথ দিয়ে সৈন্যরা যখন সিরাজকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাবে তখন রাস্তার দুধার থেকে সাধারণ জনতা তার মুখে থুতু ছিটাবে। এ যদি না করা হয় তাহলে জনগণ মীরজাফরের ক্ষমতা দেখে ভয় পাবে না। জনগণের মনে ভীতি জাগিয়ে রাখতে পারাটাই শাসন ক্ষমতার সুকঠিন ভিত্তি প্রস্তুত করে বলে ধূর্ত ক্লাইভ মনে করেন। ক্লাইভের এই মনোভাব ব্যক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মীর জাফর মসনদ থেকে নেমে দাঁড়ান এবং দরবারের কাজও সমাপ্ত হয়। নবাব দরবার থেকে বেরিয়ে গেলে অমাত্যরাও তাকে অনুসরণ করে দরবার কক্ষ ত্যাগ করেন। এরপর মঞ্চের আলো ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসে এবং পরে আবার মঞ্চে ধীরে ধীরে অনুজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠে। স্বল্পালোকে মঞ্চে প্রবেশ করেন ক্লাইভ ও মীরন। তারা দুজনে সিরাজ হত্যা পরিকল্পনায় ব্যস্ত হয়ে

পড়েন। ক্লাইভ চান দ্রুত সিরাজ হত্যার বাস্তবায়ন। কিন্তু সিরাজ হত্যার আদেশ দিতে সকলেই কুণ্ঠিত। মীরজাফর সম্মতি দিতে রাজি হন নি, রাজবল্লভ অসুস্থতার ভান করে মীরনকে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ পর্যন্ত দেননি। রায়দুর্লভ ইয়ার লুৎফ খাঁ পর্যন্ত সিরাজ হত্যার আদেশ দিতে অপারগতা জানান। ক্লাইভ এ সব শুনে মীরনকেই সিরাজ হত্যা বাস্তবায়নের দায়িত্ব গ্রহণ করতে বলেন। ক্লাইভ ভবিষ্যৎ মসনদ এবং পরাভূত নবাবের বেগম লুৎফুন্নিসার লোভ দেখিয়ে মীরনকে মোহের ফাঁদে আটকে ফেলেন। অবশেষে মীরন জানায় যে, সে একজন লোকের ব্যবস্থা করেছে যে হত্যাকান্ড পরিচালনায় সম্মত হয়েছে। কিন্তু তার আগে ঐ লোকের কাছে হত্যার আদেশ দিতে হবে স্বয়ং ক্লাইভকে। ক্লাইভের নির্দেশে মীরন দ্রুত ভাড়াটে হত্যাকারী মোহাম্মদী বেগকে ক্লাইভের সামনে হাজির করে। প্রকৃত কশাই এর মত দেখতে মোহাম্মদী বেগকে প্রত্যক্ষ করে ক্লাইভ খুশি হন। অগ্রিম পাঁচ হাজার সহ সর্বমোট দশ হাজার টাকা প্রাপ্তির শর্তে মোহাম্মদী বেগ সিরাজ হত্যাকান্ড বাস্তবায়নে নিজের সম্মতি জ্ঞাপন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. মীরজাফর কর্তৃক বাংলার মসনদে বসার কৌতুককর ঘটনার বর্ণনা দিন।
২. দরবারে মীরজাফরের উপস্থিত হতে বিলম্ব দেখে অমাত্যরা কী কী নিয়ে কৌতুক করেছিলেন?
৩. 'কর্ণেল ক্লাইভ আসা অবধি দেশের নবাব সিংহাসনের হাতল ধরে দাঁড়িয়ে থাকবেন নাকি?' কে কোন্ প্রসঙ্গে সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন?
৪. 'ইনি কি নবাব না ফকীর? সংলাপটি কোন্ প্রসঙ্গে কে উচ্চারণ করেছেন?
৫. 'No clown will cver leeat him`- কে কোন্ প্রসঙ্গে কেন সংলাপটি ব্যক্ত করেছেন?
৬. 'এমন শুভদিনটা থমথমে করে দিয়ে গেলো'। কে কার উদ্দেশ্যে কোন প্রসঙ্গে সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন?
৭. প্রতারিত হওয়ার পর প্রতারক উমিচাঁদের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করুন।
৮. মীর জাফর চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করুন।
৯. ক্লাইভ ও মীরনের সিরাজ-উ-দ্দৌলা হত্যা পরিকল্পনার বিবরণ দিন।

নমুনা উত্তর

প্রশ্ন ঃ দরবারে মীরজাফরের উপস্থিত হতে বিলম্ব দেখে অমাত্যরা কী কী নিয়ে কৌতুক করেছিলেন?

উত্তর ॥ পলাশীর ষড়যন্ত্রমূলক যুদ্ধে জয়লাভ করে মীরজাফর বাংলার মসনদের অধিকারী হয়েছেন। ষড়যন্ত্রের হোতা প্রায় সকলেই মীরজাফরের দরবার কক্ষে উপস্থিত হয়েছেন। ক্লাইভ তখনও দরবারে এসে পৌঁছান নি, অন্যদিকে নতুন নবাবেরও দরবার কক্ষে প্রবেশ বিলম্বিত হচ্ছে। নবাবের বিলম্ব দেখে সমাগত আমীর ওমরাহ্‌রা অধৈর্য হয়ে পড়েছেন। প্রথা অনুযায়ী নতুন নবাব সর্বসমক্ষে সিংহাসনে আরোহণ করবেন এবং সমাগত অমাত্যবর্গ ও রাইয়ৎরা কুর্নিশ জানিয়ে যথাযোগ্য নজরানা প্রদান করবেন নবাবকে। কিন্তু দরবার কক্ষে প্রবেশে বিলম্ব ঘটছে নতুন নবাবের। অধৈর্য অমাত্যরা এই সুযোগে কৌতুক আলাপে লিপ্ত হয়ে পড়েন। তাদের এই আলাপের মধ্য দিয়ে বাংলার নবাবের প্রতি প্রচণ্ড অশ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। নবাবের দরবার কক্ষে আসতে দেরী হচ্ছে কেন রাজবল্লভ এই প্রশ্ন করলে জগৎশেঠ জবাবে জানান যে, খাঁ সাহেব নতুন লেবাস ধারণ করেছেন, কাজেই তার কিছুটা দেরী হওয়াই স্বাভাবিক। এছাড়া চুলে নতুন কলপ মাখা, চোখে সুর্মা ও দাড়িতে আতর মাখার কাজ দ্রুত করা চলে না। এই সংলাপে প্রচ্ছন্ন কৌতুক অনুভব করেই রাজবল্লভ জানতে চান দর্জি নবাবের নতুন পোশাক নিয়ে যথাসময়ে পৌঁচেছে কিনা। জগৎশেঠ প্রত্যুত্তরে তীব্র শ্লেষ মিশ্রিত অথচ কৌতুকপ্রদ মন্তব্য করেন। তিনি জানান যে নবাব আলীবর্দীর মৃত্যুর আগের দিন থেকেই পোশাকটা তৈরি হয়ে আছে। অর্থাৎ মীরজাফরের উচ্চাভিলাষ যে কত সুপরিকল্পিত– ঐ মন্তব্যে যে কথাই অভিব্যক্তি পেয়েছে। তবে

জগৎশেঠ দর্জির পোশাক নিয়ে তেমন ভাবছেন না, তার ভাবনা সিংহাসনে বসার পূর্বেই মীরজাফর সিরাজ-উ-দ্দৌলার অন্ত:পুরে ঢুকে পড়েছেন কিনা সেই নিয়ে তার এই দু:শ্চিন্তার কথা ব্যক্ত হওয়া মাত্রই অপেক্ষাকৃত স্থূল রসিকতায় পটু রাজবল্লভ কথাটি প্রায় কেড়ে নিয়েই এক নতুন কৌতুকাবহ তৈরি করে নিজের উচ্চারিত সংলাপে। তার মতে, নতুন নবাব যদি প্রাক্তন নবাবের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেই থাকেন, তাহলে হুর পরীর মত অসংখ্য নারীর বিচিত্রিত ওড়নার গোলক ধাঁধা অতিক্রম করে বাইরে আসতে নবাবের না অবশিষ্ট জীবনটাই শেষ হয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ *'No clown will cver beat him`*- কে কোন্ প্রসঙ্গে কেন সংলাপটি ব্যক্ত করেছেন?

উত্তর ॥ দরবার কক্ষে সকলের অগোচরে সহকর্মী ওয়াট্সের উদ্দেশ্যে এবং নতুন নবাব মীর জাফরকে উপলক্ষ করে সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধি কর্নেল ক্লাইভ। পলাশীর ষড়যন্ত্রমূলক যুদ্ধে জয়লাভ করে নিজের দরবার কক্ষে অমাত্যবর্গের সভা আহ্বান করেছেন নতুন নবাব মীরজাফর আলী খাঁ। প্রথানুযায়ী সর্বসমক্ষে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করবেন এ উপলক্ষ্যে উপস্থিত আমীর ওমরাহরা যথাযোগ্য নজরানা দিয়ে নতুন নবাবকে অভিবাদন জানাবেন। মীরজাফর দরবার কক্ষে প্রবেশ করে প্রথমেই কোনাকুনিভাবে সিংহাসন প্রদক্ষিণ করেন এবং বসতে গিয়েও আড়ষ্টতার কারণে সিংহাসনে আরোহণ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না। নতুন নবাব মীরজাফর সিংহাসনের হাতল ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন। ক্লাইভের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্যের কারণেই তার অবর্তমানে সিংহাসনে আসন গ্রহণ করা মীরজাফরের কাছে স্বস্তিকর মনে হয় না। কাজেই তিনি সিংহাসনের হাতল ধরে দাঁড়িয়েই থাকেন। ক্লাইভ দরবার কক্ষে পৌঁছে এ রকম একটি অস্বাভাবিক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে বিস্মিত হন এবং জিজ্ঞাসা করেন মসনদের পাশে দাঁড়ানো নবাব কি প্রকৃত নবাব না ফকীর? আনুগত্যে বিগলিত মীরজাফর প্রত্যুত্তরে জানান যে কর্নেল ক্লাইভ হাত ধরে তুলে না দিলে তিনি মসনদে আসন গ্রহণ কবেন না। এই অদ্ভুত আবদার কৌতুকানুভূতির সৃষ্টি করে ক্লাইভের মনে। ক্লাইভ নীচু স্বরে সহকর্মী ওয়াট্সের উদ্দেশে মীরজাফরের এই ভাঁড়ামি প্রসঙ্গে তীব্র বিদ্রুপপূর্ণ মন্তব্য করেন। তার মতে কোন ভাড়ই বাংলার নবাব মীরজাফরের এই ভাঁড়ামিকে পরাস্ত করতে পারবে না। ক্লাইভ এর এ সংলাপ সূত্রে হীনবল ও ব্যক্তিত্বশন্য মীরজাফর চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য উন্মোচিত হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ 'এমন শুভদিনটা থমথমে করে দিয়ে গেলো'। কে কার উদ্দেশ্যে কোন প্রসঙ্গে সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন?

উত্তর ॥ বাংলার নতুন নবাব মীর জাফর আলী খাঁর দরবার কক্ষে আহূত প্রথম সভায় উপস্থিত অন্যান্য অমাত্যের উদ্দেশ্যে উন্মাদগ্রস্ত উমিচাঁদকে উপলক্ষ করে জগৎশেঠ সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন।

মীরজাফরের বাংলার মসনদে আরোহণ উপলক্ষে পলাশী যুদ্ধের ষড়যন্ত্রের হোতা সকল কুচক্রী সমবেত হয়েছেন নতুন নবাবের দরবার কক্ষে। নবাবের মসনদে আরোহণ দরবারের উপলক্ষ হলেও, সমবেত সকল অমাত্যেরই লক্ষ্য রাজকোষের পূর্ব নির্ধারিত বখরা আদায় সুনিশ্চিত করা। পলাশীর যুদ্ধের ষড়যন্ত্র কার্যকর হলে কুচক্রী অমাত্যরা সকলেই নির্ধারিত অর্থ লাভ করবেন এ রকম এক লিখিত চুক্তি প্রণীত ও স্বাক্ষরিত হয়েছিল কর্ণেল ক্লাইভের তত্ত্বাবধানে। তবে অর্থলোলুপ উমিচাঁদকে ঠকানোর জন্য ক্লাইভের তৎপরতায় দুটি দলিল প্রস্তুত করা হয়েছিল। এর একটি আসল, অপরটি নকল। ক্লাইভ সচেতন ভাবেই আসল দলিলে উমিচাঁদের স্বাক্ষর গ্রহণ করেন নি। যুদ্ধশেষে ষড়যন্ত্রের হোতা সকলেই যখন নিজেদের প্রাপ্য কড়ায় গন্ডায় বুঝে নিতে নবাবের দরবার কক্ষে সমবেত হয়েছেন, তখন প্রতারিত হয়ে উন্মাদ উমিচাঁদ অনাহূতভাবে মীরজাফরের দরবারকক্ষে উপস্থিত হয়। উন্মাদগ্রস্ত উমিচাঁদ ক্লাইভ ও মীরজাফরের কাছে পূর্ব প্রতিশ্রুত ২০ লক্ষ টাকা দাবি করলে ক্লাইভ তাকে 'ম্যাড' আখ্যায়িত করে ঐ চুক্তি পত্র প্রসঙ্গে নিজের অজ্ঞানতার দোহাই দেন। অবশেষে তাকে তীর্থ ভ্রমণের পরামর্শ দিয়ে সহকর্মী কিল্প্যাট্রিকের হাতে সোপর্দ করেন। কিল্প্যাট্রিক টেনে হিচড়ে বিকারগ্রস্ত উমিচাঁদকে বাইরে নিয়ে যায়। দরবার কক্ষে উমিচাঁদের আগমন ও অপসারণ কুচক্রীদের আনন্দ ঘন পরিবেশকে ভারি করে তুলে। জগৎশেঠ বাঙালি কুচক্রীদের উপর্যুক্ত মনোভাব সংলাপটিতে প্রকাশ করেছেন।

প্রশ্ন ঃ মীর জাফর চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করুন।

উত্তর ॥ মীরজাফর বাংলার নবাব বিরোধী ষড়যন্ত্রে প্রধান হোতা। বিশ্বাসঘাতক ও ব্যক্তিত্বহীন কুচক্রী হিসেবে মীরজাফরের স্থান ইতিহাসে নির্ধারিত। নাট্যকার সিকান্দার আবু জাফর তাঁর রচিত 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটকে মীরজাফর চরিত্রের মৌল বৈশিষ্ট্যের সম্পূরক আরও কিছু বৈশিষ্ট্য সন্নিবেশ করেছেন। আলোচ্য চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশে মীরজাফর চরিত্রের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করি যা মীরজাফরের মৌল চরিত্র বৈশিষ্ট্যকে করেছে পরিপুষ্ট। যে সব অমাত্যকে নিয়ে মীরজাফর নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য কুচক্র সৃজন করেছেন, সে সব কুচক্রীদের দৃষ্টিভঙ্গিতেই মীরজাফর চরিত্রের উচ্চাভিলাষ ও ইন্দ্রিয়াসক্তির দিকটি আলোচ্য দৃশ্যে উন্মোচিত হয়েছে। সিংহাসনে আরোহণ উপলক্ষে আয়োজিত সভায় মীরজাফরের উপস্থিত হতে বিলম্ব দেখে জগৎশেঠ ও রাজবল্লভ বিদ্রুপমিশ্রিত যে সব সংলাপ বিনিময় করেছেন তার মধ্য দিয়ে মীরজাফর চরিত্রের কয়েকটি বিশেষ দিক প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। নবাবের বিলম্ব দেখে রাজবল্লভ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

দর্জি নবাবের নতুন পোশাক যথাসময়ে সরবরাহ করেছে কিনা এই ভেবে প্রত্যুত্তরে জগৎশেঠ জানিয়েছেন যে, নবাব আলবির্দীর মৃত্যুর পূর্ব দিন থেকেই মীরজাফর ভবিষ্যৎ নবাবের পোশাকটি তৈরি করে রেখেছেন। এ সংলাপের মধ্য দিয়ে কুচক্রী মীরজাফরের দুরভিসন্ধিমূলক রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষের স্বরূপ পরিস্ফুট হয়েছে। অন্যদিকে এই দুজন অমাত্য উন্মোচন করেছেন মীরজাফর চরিত্রের ভিন্ন এক প্রান্ত। দরবার কক্ষে উপস্থিত হতে মীর জাফরের বিলম্ব দেখে জগৎশেঠ, এই আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, নতুন নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার হারেমে বা অন্তঃপুরে ঢুকে পড়লেন কিনা। এ জবাবে কৌতুকের আবরণে রাজবল্লভ মহাশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন– এ আশঙ্কা যদি সত্য হয় তাহলে হারেমের অসংখ্য হুরপরীর বিচিত্র ওড়নার গোলকধাঁধা অতিক্রম করে আসতে নবাবের না অবশিষ্ট জীবনটাই শেষ হয়ে যায়। নবাবের ইন্দ্রিয় পরায়ণতা সম্পর্কে এই ইঙ্গিত মীরজাফর চরিত্রের এক নতুনতর বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছে।

এতদ্ব্যতীত মীরজাফর চরিত্রের ব্যক্তিত্বহীনতা ও অন্তঃসার শন্যতার দিকটিও আলোচ্য দৃশ্যে প্রকাশ পেয়েছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও তার প্রতিনিধি কর্ণেল ক্লাইভের ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপরই মীরজাফরের নবাবি নির্ভরশীল এটি উপলব্ধি করেই মীরজাফর ক্লাইভের সঙ্গে বংশবদের মত আচরণ করেছেন। ক্লাইভ হাত ধরে তুলে না দেয়া পর্যন্ত তিনি সিংহাসনে আরোহণ করতে পর্যন্ত সম্মত হন নি। উমিচাঁদকে ঠকানোর জন্য ক্লাইভ যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন– মীরজাফরের তাতে সম্মতি ছিলো, এজন্যেই আলোচ্য দৃশ্যে উমিচাঁদ যখন ক্লাইভ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে নবাবের কাছে আর্জি পেশ করেছে। মীরজাফর তখন সুদক্ষ অভিনেতার মত নীরবতা পালন করেছেন। বর্তমান দৃশ্যের মধ্য পর্যায়ে যখন পূর্বতন নবাব নিরাজের বন্দী হওয়ার ও তাকে রাজধানীতে নিয়ে আসার সংবাদ দরবার কক্ষে এসে পৌঁছেছে তখনও মীরজাফর বন্দী নবাবকে ভীতিকর বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে তাকে রাজধানীতে না এনে অন্য কোথাও কয়েদ করে রাখার প্রস্তাব করেছেন। এভাবেই বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হয়েছে দুর্বলচিত্ত, ইন্দ্রিয়াসক্ত, ষড়যন্ত্র পটু মীর জাফরের চরিত্র বৈশিষ্ট্য।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেওয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. নানা সে ভাবনা নেই। নবাব আলীবর্দী ইন্তেকাল করার আগের দিন থেকেই পোশাকটা তৈরী।

২. বাংলার মসনদের জন্যে আমি আপনার কাছে ঋণী। সে মসনদে বসতে হলে আপনার হাত ধরেই বসবো, তা না হলে নয়।

৩. সিরাজ-উ-দ্দৌলা এখন কয়েদী, ওয়ার ক্রিমিন্যাল। তার জন্যে যে sympathy।

৪. Public এর জাগিয়ে রাখতে পারাটাই শাসন ক্ষমতার granite foundation

নমুনা উত্তর

বাংলার মসনদের জন্যে আমি আপনার কাছে ঋণী। সে মসনদে বসতে হলে আপনার হাত ধরেই বসবো, তা না হলে নয়।

উদ্ধৃত সংলাপটি নাট্যকার সিকান্দার আবু জাফর রচিত 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটকের চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্য থেকে চয়ন করা হয়েছে। আলোচ্য সংলাপে কর্নেল ক্লাইভের প্রতি বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের নির্লজ্জ আনুগত্য প্রকাশিত হয়েছে।

পলাশীর প্রান্তরে সংঘটিত প্রহসনমূলক যুদ্ধে কর্ণেল ক্লাইভের নেতৃত্বাধীন কোম্পানির সৈন্যরা বংশদর মীরজাফরের সহায়তায় জয়লাভ করে। যুদ্ধের সূত্রে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার পতন ঘটলে পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে ক্লাইভ মীরজাফরের সিংহাসনে আরোহণ নিশ্চিত করেন। মীরজাফরের সিংহাসনে আরোহণ উপলক্ষে আয়োজিত অমাত্যবর্গের সভায় নতুন নবাব কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্যের কারণে ক্লাইভের অনুপস্থিতিতে মসনদে বসতে অস্বীকৃতি কিছুটা বিলম্বে উপস্থিত ক্লাইভও মীরজাফরকে সিংহাসনের হাতল ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে যুগপৎ বিস্ময় ও বিদ্রূপ প্রকাশ করেন। কিন্তু কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্যে বিগলিত মীরজাফর বাংলার মসনদে বসার অধিকার লাভ করেছেন যার কারণে সেই ক্লাইভের প্রতি নিজের ঋণ সর্বসমক্ষে ঘোষণা করেন এবং মসনদে বসতে হলে তার হাত ধরে বসার মনোবাসনা স্বয়ং ক্লাইভের উদ্দেশ্যে ব্যক্ত করেন। উপর্যুক্ত সংলাপটির মাধ্যমে একদিকে পলাশীর ষড়যন্ত্রমূলক যুদ্ধের পরিণতিতে সর্বাধিক সুবিধাভোগী হিসেবে মীরজাফরের অবস্থান এবং অন্যদিকে তাঁবেদার মীরজাফরের প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা উন্মোচিত হয়েছে।

সিরাজ-উ-দ্দৌলা এখন কয়েদী, ওয়ার ক্রিমিন্যাল। তার জন্যে যে *sympathy*।

কবি নাট্যকার সিকান্দার আবু জাফর রচিত সিরাজ-উ-দ্দৌলা নাটকের চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্য থেকে বক্ষ্যমান সংলাপটি উদ্ধৃত হয়েছে। বাংলার নতুন নবাব মীরজাফরের উদ্দেশ্যে কর্ণেল ক্লাইভ সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন।

মীরজাফর কর্তৃক বাংলার মসনদে আরোহণ উপলক্ষে আয়োজিত প্রথম সভায় ইনাম ও নজরানা আদান প্রদানের আনন্দ ঘন মুহূর্তে মীর কাসেমের দূত মারফত এই সংবাদ এসে পৌঁছায় যে, ভগবানগোলার কাছে পলাতক নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা সৈন্যদের হাতে বন্দী হয়েছেন এবং তাকে রাজধানীতে প্রেরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এই সংবাদ কর্ণেল ক্লাইভসহ অন্যান্যকে আশ্বস্ত করলেও, পরাজিত নবাবকে রাজধানীতে নিয়ে আসার সংবাদ মীরজাফরকে দ্বিধা ও শঙ্কায় ফেলে। সিরাজকে অন্য কোথাও আটকে রাখা ভালো হতো বলে মীরজাফর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। নতুন শাসক মীরজাফরের এই দুর্বলতা ক্লাইভের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। তার বিবেচনায় নতুন নবাবকে প্রতিমুহূর্তে মানুষের মনে এমন মনোভাব জাগিয়ে রাখতে হবে যাতে তারা মীরজাফরের শাসন শক্তি সম্পর্কে সতর্ক ও ভীত থাকে। এই ভীতি সৃষ্টির জন্যই সৈন্যরা সিরাজকে শিকল বাঁধা অবস্থায় সর্বসমক্ষে পায়ে হাঁটিয়ে জাফরগঞ্জের কয়েদখানায় নিয়ে আসবে। ক্লাইভের বিচারে সিরাজ-উ-দ্দৌলা যুদ্ধাপরাধী কয়েদী। কাজেই যারা তার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করবে, তারা বিশ্বাসঘাতক হিসেবে পরিগণিত হবে এবং এই বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি হবে মৃত্যুদন্ড।

আলোচ্য অংশে যারা প্রকৃত বিশ্বাসঘাতক ও চক্রান্তকারী, তাদেরই প্রধান হোতার মুখে দেশপ্রেমিক সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ উত্থাপন করে নাট্যকার নাট্যিক পরিহাস সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছেন।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- সিরাজ হত্যাকাণ্ড বর্ণনা করতে পারবেন।

- মীরন চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে পারবেন।
- মৃত্যুর পূর্বে মোহাম্মদী বেগের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত সিরাজের আকুতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
নিরাবরণ – আবরণহীন। **খাটিয়া** – ক্ষুদ্রখাট; সাধারনত দড়ি দিয়ে ছাওয়া। **শান্ত্রী** – সশস্ত্র প্রহরী। **নাতিদীর্ঘ** – অনতি দীর্ঘ। **মোনাজাত** – প্রার্থনা। **আলহামদুলিল্লাহ** – সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র। **শয়তান** – অধম প্রভৃতির প্রেরণদাতা; ইবলিশ। **দণ্ডাজ্ঞা** – শাস্তির আদেশ। **পদস্থ** – উচ্চপদে অধিষ্ঠিত। **তামিল** – মান্য, পালন। **ফিনকি** – বেগে নির্গত সূক্ষ্ম রক্তধারা। **স্খলিত কণ্ঠে** – নিস্তেজ কণ্ঠে। **লুণ্ঠিত** – ভূমিতলে পতিত। **আকুঞ্চন** – সঙ্কোচন। **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্** – আল্লাহ্‌র কোন শরীক নেই। **আক্ষেপ** – হাত পা খিঁচুনি; মনস্তাপ। **নিরন্দ** – ারন্দন শন্য; স্থির; নিঃসাড়।	**চতুর্থ অংক ॥ দ্বিতীয় দৃশ্য** সময় ঃ ২রা জুলাই ঃ স্থান ঃ জাফরাগঞ্জের কয়েদখানা। [চরিত্রবৃন্দ ঃ মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে কারাপ্রহরী, সিরাজ, মীরন, মোহাম্মদী বেগ।] (প্রায়ান্ধকার কারাকক্ষে সিরাজ-উ-দ্দৌলা। এক কোণে একটি নিরাবরণ দড়ির খাটিয়া। অন্যপ্রান্তে একটি সোরাহী এবং পাত্র। সিরাজ অস্থিরভাবে পায়চারী করছেন আর বসছেন। কারাকক্ষের বাইরে প্রহরারত শান্ত্রী। মীরন এবং তার পেছনে মোহাম্মদীবেগের প্রবেশ। তার দু'হাত বুকে বাঁধা। ডান হাতে নাতি দীর্ঘ মোটা লাঠি। প্রহরী দরজা খুলতেই কামরায় একটু খানি আলো প্রতিফলিত হলো।) সিরাজ ॥ (খাটিয়ায় উপবিষ্ট, আলো দেখে চমকে উঠে) কোথা থেকে আলো আসছে বুঝি প্রভাত হয়ে এলো। (খাটিয়া থেকে উঠে মঞ্চের সামনে এগিয়ে এলো মঞ্চের মাঝামাঝি এসে দাঁড়ালো মীরন এবং তার পেছনে মোহাম্মদী বেগ।) সিরাজ ॥ (মোনাজাতের ভঙ্গীতে হাত তুলে) এ প্রভাত শুভ হোক তোমার জন্যে লুৎফা। শুভ হোক আমার বাংলার জন্যে। নিশ্চিত হোক বাংলার প্রত্যেকটি নরনারী। আলহামদুলিল্লাহ। মীরন ॥ আল্লার কাছে মাফ চেয়ে নাও শয়তান। সিরাজ (চমকে উঠে) মীরন। তুমি এ সময়ে এখানে? আমাকে অনুগ্রহ দেখাতে এসেছো, না পীড়ন করতে? মীরন ॥ তোমার অপরাধের জন্যে দন্ডাজ্ঞা শোনাতে এসেছি। সিরাজ ॥ নবাবের দন্ডাজ্ঞা? মীরন ॥ বাংলার প্রজাসাধারণকে পীড়নের জন্যে দরবারের পদস্থ আমীর ওমরাহদের মর্যাদা হানির জন্যে বাংলাদেশে ইষ্ট ইন্ডয়া কোম্পানীর আইন সঙ্গত বাণিজ্যের অধিকার ক্ষুণ্ন করার জন্যে, অশান্তি এবং বিপ্লব সৃষ্টির জন্যে তুমি অপরাধী। নবাব জাফর আলী খান এই অপরাধের জন্যে তোমাকে মৃত্যুদন্ড দিয়েছেন। সিরাজ ॥ মৃত্যুদন্ড? জাফর আলী খান স্বাক্ষর করেছেন? কই দেখি। মীরন ॥ আসামীর সে অধিকার থাকে নাকি? (পেছনে ফিরে মোহাম্মদী বেগ) মোহাম্মদী বেগ ॥ জনাব। মীরন ॥ নবাবের হুকুম তামিল করো। (সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল। মোহাম্মদী বেগ লাঠিটা মুঠো করে ধরে সিরাজের দিকে এগোতে লাগলো।) সিরাজ ॥ প্রথমে মীরন তারপর মোহাম্মদী বেগ। মীরন তবু মীর জাফরের পুত্র,

	কিন্তু তুমি মোহাম্মদী বেগ, তুমি আসছো আমাকে খুন করতে?
	(মোহাম্মদী বেগ তেমনি এগোতে লাগলো। সিরাজ হঠাৎ ভয় পেয়ে পিছিয়ে যেতে যেতে)
সিরাজ॥	আমি মৃত্যুর জন্যে তৈরী। কিন্তু, তুমি এ কাজ করো না মোহাম্মদী বেগ।
	(মোহাম্মদী বেগ তবু এগোচ্ছে। সিরাজ আরও ভীত)
সিরাজ ॥	তুমি এ কাজ করো না মোহাম্মদী বেগ। অতীতের দিকে চেয়ে দেখো, চেয়ে দেখো। আমার আব্বা আম্মা পুত্রস্নেহে তোমাকে পালন করেছেন। তাঁদেরই সন্তানের রক্তে সে স্নেহের ঋণ আঃ....
	(লাঠি দিয়ে মাথায় প্রচন্ড আঘাত করলো। সিরাজ লুটিয়ে পড়লো। মোহাম্মদী বেগ স্থির দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো মাথা ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বার হচ্ছে। ডান হাতের কনুই এবং বাঁহাতের তালুতে ভর দিয়ে সিরাজ কিছুটা মাথা তুললেন।)
সিরাজ ॥	(স্খলিত কণ্ঠে) লুৎফা, খোদার কাছে শুকরিয়া এ পীড়ন তুমি দেখলে না।
	(মোহাম্মদী বেগ লাঠি ফেলে খাপ থেকে ছোরা খুলে সিরাজের লুণ্ঠিত দেহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং তার পিছে পরপর কয়েকবার ছোরার আঘাত করলো। সিরাজের দেহে মৃত্যুর আকুঞ্চন। মোহাম্মদী বেগ উঠে দাঁড়ালো।
সিরাজ ॥	(ঈষৎ মাথা নাড়বার চেষ্টা করতে করতে মৃত্যু নিস্তেজ কণ্ঠে)
	লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্.....
	(মোহাম্মদী বেগ লাথি মারলো। সঙ্গে সঙ্গে সিরাজের জীবন শেষ হলো। শুধু মৃত্যুর আক্ষেপে তার হাত দুটো মাটি আঁকড়ে ধরবার চেষ্টায় মুষ্টিবদ্ধ হয়ে কাঁপতে কাঁপতে চিরকালের মত নিরন্দ হয়ে গেলো।
	(যবনিকা)

বস্তুসংক্ষেপ

জাফরাগঞ্জের কয়েদ খানার প্রায়ান্ধকার কক্ষে বন্দী নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা অস্থিরভাবে কখনও পায়চারী করছেন, কখনও দড়ির খাটিয়ায় বসছেন। এমন সময়েই কারাকক্ষে প্রথমে মীরন এবং তার পেছনে মোহাম্মদী বেগ প্রবেশ করে। সেই মুহূর্তে খাটিয়ায় উপবিষ্ট নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা ঘরে আলো প্রবেশ করতে দেখে চমকে উঠেন। প্রভাত হয়েছে মনে করে প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাত তুলে সিরাজ সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে প্রশংসার জ্ঞাপন করেন। সহধর্মিনী লুৎফার জন্য এবং স্বদেশ বাংলার জন্য এই প্রভাত শুভ হোক বলে আশাবাদও উচ্চারণ করেন সিরাজ। কিন্তু মীরন সেই মুহূর্তেই সিরাজকে শয়তান আখ্যায়িত করে শেষবারের মত সৃষ্টিকর্তার কাছে মাফ চাইতে নির্দেশ দেয়। তৎক্ষণাৎ স্বপ্নভঙ্গ ঘটে সিরাজের। মীরনকে কারাকক্ষে দেখে চমকে উঠেন তিনি। জিজ্ঞাসা করেন, মীরন অনুগ্রহ দেখাতে নাকি পীড়ন করতে এখানে এসেছে ? মীরন প্রত্যুত্তরে জানিয়ে দেয় যে, সে অপরাধের দণ্ডাজ্ঞা শোনাতেই এখানে উপস্থিত হয়েছে। সিরাজ এতে জিজ্ঞাসাসূচক বিস্ময় প্রকাশ করলে ক্ষমতার গর্বে অন্ধ কুচক্রী মীরন মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বলে প্রজাপীড়নের জন্য, পদস্থ অমাত্যবর্গের মর্যাদাহানির জন্য ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যের বৈধ অধিকার ক্ষুণ্ন করার জন্য এবং দেশে বিপ্লব সৃষ্টি করার জন্য সিরাজ অপরাধী। আর এই অপরাধসমুহের শাস্তি হিসেবেই নবাব জাফর আলী

খান সিরাজের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছেন। সিরাজ নবাবের স্বাক্ষর করা ফরমান দেখতে চাইলে মীরন আসামীর অধিকারের অজুহাত তুলে এবং সঙ্গী মোহাম্মদী বেগকে নবাবের আদেশ কার্যকর করার আহ্বান জানিয়ে দ্রুত কারাকক্ষ থেকে প্রস্থান করে। প্রভুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মোহাম্মদী বেগ লাঠিহাতে সিরাজের দিকে এগোতে থাকে। বিস্ময়ে বিমূঢ় সিরাজ মোহাম্মদী বেগের উদ্দেশে এই প্রশ্ন রাখেন যে, মীরন না হয় মীরজাফরের পুত্র, কিন্তু মোহাম্মদী বেগ কোন যোগ্যতায় সিরাজকে খুন করতে এসেছে? সিরাজের কথায় কান না দিয়ে মোহাম্মদী বেগ দ্রুত এগিয়ে আসতে থাকলে সিরাজ ভয়ে পিছিয়ে যেতে যেতে আকুল আবেদন জানিয়ে বলেন যে, তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। কিন্তু মোহাম্মদী বেগ যেন এমন কাজটি না করে। ভীত সন্ত্রস্ত্র সিরাজ মোহাম্মদী বেগকে স্মরণ করিয়ে দেন তার অতীত জীবনের কথা সিরাজের পিতা মাতার শৈশবে পুত্রস্নেহে লালন পালন করেছিলেন মোহাম্মদী বেগকে। কিন্তু ঘাতক মোহাম্মদী বেগম তাঁর কথা সমাপ্ত করতে না দিয়েই সিরাজের মাথায় লাঠির প্রচণ্ড আঘাত করে। ফিনকি দিয়ে রক্তধারা বয়ে যায়। আঘাতে মৃতপ্রায় সিরাজ বহুকষ্টে মাথা তুলে নিস্তেজ কণ্ঠে ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা জানান, সহধর্মিনী লুৎফাকে এই পীড়ন দেখতে হলো না বলে। এই অবস্থায় সিরাজের মৃত্যু নিশ্চিত করতে পাষণ্ড ঘাতক মোহাম্মদী বেগ খাপ থেকে ছোরা বের করে সিরাজের ভূমিতলে পতিত দেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্রমান্বয়ে কয়েকবার ছুরিকাঘাত করে। সিরাজের দেহে মৃত্যুর লক্ষণ ফুটে উঠলে মোহাম্মদী বেগ উঠে দাঁড়ায়। 'আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই' এই সুরা তেলওয়াৎরত অবস্থায় বাংলার সর্বশেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা জীবনাবসান ঘটে।

প্রয়োজনীয় নোট রাখুন

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. 'আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে নাও শয়তান।' - কে কখন কার উদ্দেশ্যে সংলাপটি উচ্চারণ করেছে?

২. 'আমি মৃত্যুর জন্য তৈরী।' কোন প্রকাশের ভূমিকা হিসেবে সিরাজ সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন?

৩. সিরাজ হত্যাকান্ড বর্ণনা করুন।

৪. মীরন চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করুন।

৫. মোহাম্মদী বেগের উদ্দেশে সিরাজ যে নিষ্ফল আবেদন করেছিলেন তার পরিচয় দিন।

নমুনা উত্তর

প্রশ্ন ঃ 'আমি মৃত্যুর জন্য তৈরী।' কোন প্রকাশের ভূমিকা হিসেবে সিরাজ সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন?

উত্তর ॥ ঘাতক মোহাম্মদী বেগ কারাকক্ষে বন্দী সিরাজের দিকে লাঠি হাতে এগিয়ে আসতে থাকলে সিরাজ যুগপৎ ভীতি ও বিমূঢ় হয়ে পড়েন। মোহাম্মদী বেগের মত ব্যক্তি, যে শৈশব থেকে উপকার পেয়েছে সিরাজের পিতামাতার কাছ থেকে, সে সিরাজকে হত্যা করতে আসবে এটি তাঁর কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়। তবু, ঘাতকের আচরণে ভীতিগ্রস্ত সিরাজ আসন্ন মৃত্যুর জন্য নিজের প্রস্তুতি কথা জানিয়ে মোহাম্মদী বেগের পাষাণ হৃদয়ে করুণা সৃষ্টির প্রচেষ্টায় উদ্ধৃত সংলাপটি উচ্চারণ করেন। তিনি মোহাম্মদী বেগকে তার ফেলে আসা জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

শৈশবে অনাথ মোহাম্মদী বেগকে সন্তান স্নেহে লালন-পালন করেছিলেন সিরাজের পিতা-মাতা, ঐ স্নেহ ঋণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে কৃতঘ্নদের কাতারে শামিল না হবার আহ্বান জানিয়ে সিরাজ মোহাম্মদী বেগের প্রাণের জন্য নিষ্ফল আহ্বান জানান।

প্রশ্ন ঃ মীরন চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করুন।

উত্তর ॥ বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত প্রধান হোতাদের অন্যতম সহযোগী মীরন। মীরন সিপাহ সালার মীরজাফর আলী খাঁর চরিত্রভ্রষ্ট, কুচক্রী ও উচ্চাভিলাষী পুত্র। মীরন চরিত্র তার নৃশংস কর্মকান্ডের জন্য ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে স্থান করে নিয়েছে। আলোচ্য চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে মীরনের ভূমিকা সিরাজ হত্যা বাস্তবায়নের হোতা হিসেবে। সিরাজের মত দেশ ব্যক্তিত্বকে সরাসরি হত্যা করার সাহস ও মনোবল মীরনের নেই। এ জন্যেই ভাড়াটে খুনী মোহাম্মদী বেগকে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য নিয়োগ করেছে মীরন। প্রায়ান্ধকার কারাকক্ষে ঘাতকসহ প্রবেশ করে মীরন বন্দী সিরাজকে নবাবের মিথ্যা দণ্ডাদেশ অবগত করেছে এবং 'শয়তান' সম্বোধন করে সিরাজকে শেষবারের মত স্রষ্টার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলছে। সিরাজ মীর জাফরের স্বাক্ষর করা ফরমান দেখতে চাইলে আসামীর অধিকারের সীমাবদ্ধতার অজুহাত দেখিয়ে মীরন মিথ্যাকে আড়াল করতে চেয়েছে এবং শেষে ঘাতক মোহাম্মদী বেগকে নবাবের তথাকথিত হুকুম তামিল করার নির্দেশ দিয়েছে। লক্ষণীয় যে, কুচক্রী অথচ দুর্বল চিত্ত মীরন হত্যাকান্ড কার্যকর করার নির্দেশ দান করেই দ্রুত কারাকক্ষ থেকে প্রস্থান করেছে। নাট্যকার এমনভাবে এখানে মীরন চরিত্রকে অঙ্কন করেছেন যাতে বোঝা যায়, কূট পরিকল্পনা প্রণয়নের সামর্থ্য থাকলেও, সিরাজ হত্যাকান্ডের মত ঘটনার সরাসরি বাস্তবায়নের শক্তি অথবা হত্যাকান্ড প্রত্যক্ষ করার মানসিক দৃঢ়তা মীরন চরিত্রে অনুপস্থিত। আলোচ্য দৃশ্যে মীরন দুর্বলচিত্ত কুচক্রী এবং উচ্চভিলাষী রূপেই অঙ্কিত হয়েছে।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেওয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. কোথা থেকে আলো আসছে। বুঝি প্রভাত হয়ে এলো।

২. মীরন তবু মীরজাফরের পুত্র, কিন্তু তুমি মোহাম্মদী বেগ, তুমি আসছো আমাকে খুন করতে?

৩. অতীতের দিকে চেয়ে দেখো, চেয়ে দেখো।

নমুনা উত্তর

কোথা থেকে আলো আসছে। বুঝি প্রভাত হয়ে এলো।

আলোচ্য সংলাপটি নাট্যকার সিকান্দার আবু জাফর রচিত 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটকের চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের অন্তর্গত। সংলাপটি কারাবন্দী নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার স্বগতোক্তি।

জাফরাগঞ্জের প্রায়ান্ধকার কারাকক্ষে বন্দী সিরাজ বিনিদ্র সময় অতিবাহিত করছেন। এ সময়ে সিরাজের অলক্ষ্যে মীরন ও মোহাম্মদী বেগ কক্ষে প্রবেশ করে। তাদের প্রবেশ মাত্র কক্ষে কিছু আলো প্রতিফলিত হয়। দু:শ্চিন্তায় বিহ্বল সিরাজ আলো দেখে বিভ্রান্ত হন, তাঁর মনে হয় হয়তো প্রভাত হয়েছে। স্বগতোক্তির মাধ্যমে সিরাজের এই মনোভাবই আলোচ্য সংলাপে প্রকাশিত হয়েছে প্রভাত নতুন দিনের আগমন বার্তা প্রকাশ করে। নতুন প্রভাত সহধর্মিনী লুৎফা ও বাংলার জন্য আশার বার্তাবহ হয়ে আবির্ভূত হবে এই আন্তরিক আশাবাদ লালন করেন বলেই সামান্য আলোক প্রক্ষেপণে সিরাজ বিভ্রান্ত হয়েছেন।

অতীতের দিকে চেয়ে দেখো, চেয়ে দেখো।

বক্ষ্যমান সংলাপটি নাট্যকার সিকান্দার আবু জাফর রচিত 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা নাটকের চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে সংগ্রহীত হয়েছে। ভীতবিহ্বল কারাবন্দী সিরাজ ঘাতক মোহাম্মদী বেগ-এর উদ্দেশে আলোচ্য সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন।

নিজের দরবারের অমাত্যবর্গের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে রাজ্যহারা সিরাজ আজ কারাবন্দী। ষড়যন্ত্রের প্রধান হোতা সিপাহসালার মীরজাফরের পুত্র মীরন অল্পক্ষণ আগে সিরাজের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ জানিয়ে কারাকক্ষ থেকে প্রস্থান করেছে এবং প্রস্থানের পূর্বে তার সঙ্গে আগত ঘাতক মোহাম্মদী বেগকে দ্রুত দণ্ডাদেশ কার্যকর করার হুকুম করে গেছে। লাঠি হাতে পাষণ্ড মোহাম্মদী বেগ সিরাজের দিকে এগিয়ে আসতে থাকলে সিরাজ যুগপৎ ভীত ও বিমূঢ় হয়ে পড়েন। মীরন না হয় মীর জাফরের পুত্র, কিন্তু মোহাম্মদী বেগ কোন্ যোগ্যতায় সিরাজ হত্যায় উদ্যত হয়েছে। এই বিমূঢ়তার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ভীতিও জাগে সিরাজের মনে। ক্রমে ধাতস্থ সিরাজ আসন্ন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়েই মোহাম্মদী বেগের নির্দয় চিত্তে করুণা জাগাতে প্রয়াসী হন। তিনি আকুতি জানিয়ে মোহাম্মদী বেগকে তার অতীতের দিকে ফিরে তাকাতে বলেন। শৈশবে অনাথ মোহাম্মদী বেগকে সিরাজের পিতা-মাতা অপত্য স্নেহে লালন পালন করেছিলেন। মোহাম্মদী বেগের বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন সিরাজ জননী আমেনা বেগম। সেই সব অতীত দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সিরাজ মোহাম্মদী বেগকে সিংস্র কৃতঘ্নদের কাতারে শামিল না হবার আহ্বান জানিয়েছেন উদ্ধৃত সংলাপটিতে। কিন্তু দয়াহীন ভাড়াটে ঘাতক মোহাম্মদী বেগ কর্ণপাত করেনি সিরাজের কথায়। মৃত্যুর পূর্বে সিরাজের ঐ আকুতির মধ্য দিয়ে নাট্যকার জীবনপিপাসু সিরাজ চরিত্রকে আলোকিত করেছেন।